সুপ্রভাত বাংলাদেশ

একজন কলামিষ্টের লেখার উদ্বৃতি দিয়ে শুরু করতে চাই "অবাক হয়ে ভাবি, অতীতে ক্ষুব্ধ হয়ে দলে বলে লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকায় চলে আসার ঘোষণা দিতে পারে যে দল", সে দলই ক্ষুব্ধ মানুষের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে এত অসহিষ্ণু হয় কিভাবে ?

কোটা সংস্কার আন্দোলন এটা কারো একার চাওয়া নয় বা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর নয় বিষয়টি এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের। দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে বুক ভরে স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার। যখন মানুষ পারে না তখনই সে স্বাভাবিক নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবার জন্য প্রকৃতির কাছে ফেরত যায়। প্রকৃতি কিন্তু মানুষকে বিরাগ-ভাজন করে না, তাহলে জনগনের সরকার জন দাবীতে কেন ক্ষুব্ধ হবে বা অসহিষ্ণু হবে ?

কোটা সংস্কারের দাবীতে শিক্ষার্থী ও চাকুরী প্রার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে **১১**ই এপ্রিল সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা বাতিলের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন **"কোটা নিয়ে যখন এত কিছু, তখন কোটাই থাকবে না। কোন কোটারই দরকার নেই। যারা প্রতিবন্ধী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তাদের আমরা অন্যভাবে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেব"** এরপর আর কোন কথা থাকতে পারে না। তিনি কোটা সংস্কারবাদীদের দাবীটি পূরণ করবেন এবং এই জন্য তিনি একটি কমিটিও গঠন করবেন, সেই কমিটি গঠনে বিলম্বের জন্য ছাত্ররা আবারো মাঠে নামলো এবং তাদের উপর যে অত্যাচার নির্যাতন করা হলো জনগন তা প্রত্যক্ষ করলো। এই দেশের প্রধানমন্ত্রী একটি নির্দেশনা দেয়ার পরেও তা বাস্তবায়ন করতে আমলাদের এত গড়িমসির পিছনে কোন মতলব আছে কিনা তা ভেবে দেখা সরকারের উচিত। কেননা প্রায়শঃ পত্রিকা খুললেই নজরে পরে যে, দেশ নিয়ে চক্রান্ত চলছে, বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বার্থে গুজব ছড়াচ্ছে, জঙ্গীরা তৎপর, ছদ্ম-বেশী শত্রুরাই বেশী সক্রিয় ইত্যাদি ইত্যাদি খবর পত্রিকায় প্রতিদিন দেখা যায়। এগুলো দেখা এবং এর প্রতিকার করার জন্য নিশ্চয়ই সরকারের মনিটরিং সেল রয়েছে, তাদের কাছে এই ধরনের সংবাদ থাকা সত্বেও কেন দ্রুত ব্যবস্থা না নিয়ে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ঘরে ঘরে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার যে উদ্যোগ **"ডিজিটাল বাংলাদেশ" যা সারা বিশ্বে প্রশংসিত তা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে?** উন্নত প্রযুক্তির কারনে দেশের কোথায় কি হয় তা আমাদের দেশপ্রিয় বিভিন্ন সংস্থার কর্তা-ব্যক্তিদের না জানার কথা নয়, তবুও তথ্য প্রযুক্তির উন্নতিতে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানকে গুজব বা চক্রান্ত বলে চালিয়ে দেবার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

আগে মানুষের কাছে মোবাইল ফোন বিরক্তির উদ্রেক করতো। মানুষ ঘরে বসেই বলতো **"আমি এখন ঢাকায় নেই গ্রামে আছি" বা "আমার আসতে অনেক দেরী হবে" ইত্যাদি ইত্যাদি একসময় মিথ্যার বাক্স বলে মোবাইল চালু ছিল কিন্তু বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির কারণে তা বলার বা করার কোন সুযোগ নেই, কে কোথায় আছে ইচ্ছা করলে সরাসরি ছবি দেখা যায়**। তাই প্রযুক্তিকে সত্যিকার অর্থেই আমাদের ভালো কাজে লাগাতে হবে। **এখন মানুষ মোবাইলে বিশ্বকে দেখে, ভাব আদান প্রদান করে, ছাত্রছাত্রীরা যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা করলেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সব জানতে পারে কোন শিক্ষকের সহযোগীতা ছাড়াই**।

ডিজিটাল যুগে আমরা ঘরে বসেই কোটা সংস্কারবাদীরা রাস্তায় বা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কি ধরনের কার্যক্রম করছে তা জানতে পারি, তাদের কারা নির্যাতন করেছে তার তথাও আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি। যারা নির্যাতন করলো তাদের পরিবর্তে যারা নির্যাতিত হলো তাদের কেন কারারুদ্ধ হতে হলো তা জাতির বিবেকের কাছে আজ বড় প্রশ্ন? অবশেষে ঈদের আগেই নির্যাতিত অনেকেই জামিন পেয়ে বাড়িতে ফিরতে পেরেছেন কিন্তু এখনো অনেকেই কারাগারে আছে। যারা কোটা সংস্কারের কাজে কারাবাস করেছে বা করছে তারা শুধু নিজের স্বার্থে নয় দেশের আপামর ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের চাহিদার প্রেক্ষিতেই রাস্তায় নেমেছে। অনেক জায়গায় অভিভাকদেরও তাদের সহযোগীতায় দেখা গেছে। যদি সারা জীবন বিভিন্ন ধরনের কোটা বিদ্যমান থাকে তাহলে দেখা যাবে দেশ মেধা শূন্য হয়ে যাবে, ছেলে-মেয়েরা চাকুরী পাবে না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ করে দিতে হবে। লেখাপড়ায় যদি মেধাসত্ত্ব না থাকে তবে জীবনী শক্তি আসবে কোথা থেকে ? দেশের উন্নয়নে কারা ভবিষ্যতে অবদান রাখবে? বিভিন্ন সময়ে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার মুক্তিযোদ্ধা, দেশের অনুন্নত জনগোষ্ঠী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক প্রতিবন্ধী, নারী, ইত্যাদি কোটা ব্যবস্থা সাময়িকভাবে চালু করেছেন দেশের জনগনের স্বার্থে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশ ও জনগনের স্বার্থে কেবল **'প্রতিবন্ধীদের'** জন্য কোটা ব্যবস্থা চালু রাখাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় **কেননা অন্যরা তাদের মেধা, দৃষ্টি, শ্রবণ, যোগ্যতা, পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের পরির্বতন করতে পারলেও প্রতিবন্ধীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়**।

মুক্তিযোদ্ধারা অবশ্যই সম্মানের পাত্র। দীর্ঘ ৪৭ বৎসর পরেও কি কোন মুক্তিযোদ্ধা বা তার কোন সন্তানাদির কর্মসংস্থান হয়নি ? কিন্তু বংশ পরম্পরায় এটা চলতেই থাকবে তা নিশ্চয় বিবেচনার বিষয় হতে পারে না। আমরা সত্যিই হতাশ হই যখন শুনি মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা এখনো প্রনয়ন করা

হচ্ছে। যেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক সংখ্যাই জানা নেই, সেখানে কোটায় বংশ পরম্পরায় কিভাবে মেধাশূন্যভাবে সরকার তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন ! **এক কথায় বলতে গেলে মুক্তিযুদ্ধের সময় একমাত্র রাজাকার, আলবদর, আল শামস্ এরা ছাড়া আপামর জন-সাধারণ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই আমাদের মহান স্বাধীনতা এই কথা ভুলে গেলে চলবে না। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চ ভাষণের পরে সকল ছাত্র, কৃষক, পুলিশ, মিলিটারী তথা আপামর জনতা যার যা আছে তাই নিয়েই প্রস্তুত ছিল এবং পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর তথাকথিত রাজাকার আল বদর, আল শামসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাই দেশের স্বার্থে যোগ্য প্রার্থীর সন্ধান আমাদের অবশ্যি করতে হবে।**

ডেইলী ষ্টার এই বছর ইংরেজী মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের পুরষ্কার বিতরণ করে। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর তার বক্তৃতায় মুক্তিযুদ্ধের একটি কাহিনী শুনান। তাঁর নেতৃত্বে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা একটি অপারেশনে বের হন কিন্তু যিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। ঐ সময় আরেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের তাঁর এক নিকট আত্নীয়ের বাসায় নিয়ে যান এবং সে বাড়ীর লোকেরা তাদের বেশ আদর যত্ন করেন এবং রাতদিন নিরাপত্তা প্রদান করেন। তিনি বলেছিলেন, আশে পাশের গ্রামের এমন কি পাশের বাড়ির কেউ কোন টের পাননি। তাঁর ভাষায় তারা যে আত্নত্যাগ করলেন এতগুলো মুক্তিযোদ্ধাকে সহযোগীতা করলেন রাজাকারদের হাত থেকে তাদের প্রাণ বাঁচালেন এক অর্থে তারাও মুক্তিযুদ্ধের অংশীদার হয়ে গেলেন। সে হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই মুক্তিযোদ্ধা। তাহলে যাদের মুক্তিযোদ্ধার সনদ নেই তাদের সন্তানেরা কি মুক্তিযোদ্ধা কোটায় সুযোগ পাবার যোগ্য নয় ?

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক গত ১২ জুলাই সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশনার কারণে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। সুপ্রিম কোর্টের রায় রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ করার। **আর কোটা যদি পূরণ না হয়, তাহলে মেধা কোটা থেকে তা পূরণ করা যাবে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক**। এ কারণে সংস্কারের ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটায় কোনো পরিবর্তন করতে হলে পুনরায় আদালতের নির্দেশনা লাগবে।

গত ১৪ই আগষ্ট ২০১৮ কালের কণ্ঠ পত্রিকার অনুযায়ী **তথ্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেছেন তারা কোটা উঠিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করবেন, এর পাশাপাশি মেধাকে প্রাধান্য দেওয়ারও সুপারিশ করবেন। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেনীর সরকারী চাকুরীতে ৫৫ শতাংশ নিয়োগ হয় কোটায়, বাকী ৪৫**

শতাংশ নিয়োগ হয় মেধার ভিত্তিতে। বিসিএসসহ প্রথম শ্রেনীর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৩০, জেলা কোটা ১০, নারী কোটা ১০ এবং ক্ষুদ্র ও নৃগোষ্ঠী কোটা ৫ শতাংশ। তাছাড়া তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর সরকারী চাকুরীতেও বিভিন্ন ধরনের কোটা বিদ্যমান।

১৯শে আগষ্ট এক পত্রিকায় দেখলাম স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা ছাড়া বাকী সব কোটা বাতিল হচ্ছে। আসলে সরকার বা কোটা সংস্কার কমিটি কি চাচ্ছে তা বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে পরিষ্কার কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

২৮শে আগষ্ট ২০১৮ কালের কণ্ঠে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী কোটা সংক্রান্ত যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার **এখতিয়ার নির্বাহী বিভাগের বা সরকারের। কোটা সংস্কার সংক্রান্ত সচিব কমিটি এমন অভিমত পেয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে। জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তারা একথা জানিয়েছেন**। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পরপরই কোটা বিষয়ক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বিষয়টি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। এর আগেও কোটা সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা। কোটা সংস্কার, কোটা সংরক্ষণ, নার্স নিয়োগে কোটা এককালীন শিথিল, বিভিন্ন বিসিএসের ক্ষেত্রেও এককালীন কোটা শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা।

এদিকে কোটা বাতিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স চাওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় এসেছে। **সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আইনি পরামর্শ নিতে পারেন**।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোটা সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদসচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম কালের কণ্ঠকে বলেন, **‘মুক্তিযোদ্ধা কোটার বিষয়ে করণীয় কী হবে**, তা **জানতে রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স চাওয়ার দরকার আছে কি না, তা আমরা এখনো চূড়ান্ত করিনি। বিষয়টি নিয়ে আমরা দু-এক দিনের মধ্যেই বসবো’।**

মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে আদালতের পর্যবেক্ষণ থাকলেও তা বাধ্যতামূলক কিছু নয় বলে একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেছিলেন। তখন মন্ত্রী পরিষদ সচিব বলেন, ‘এটা পরিষ্কার নয়। আমরা কোর্টের রায়টা বিশ্লেষণ করেছিলাম। এটা আমরা নিজেরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না। এজন্য কোর্টের মতামত চাওয়া হবে’। এর আগে সরকারি চাকুরীতে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনকারীদের

সংগঠন বাংলাদেশ **সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ৩১ আগষ্টের মধ্যে কোটাসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে ফের আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। এখন সেপ্টেম্বর মাস চলছে, এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়নি।**

গত ৩১শে আগষ্ট, ২০১৮ প্রথম আলোর সম্পাদকীয় বক্তব্য ছিল এমন, **কোটা সংরক্ষনের বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ নয়, উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আছে। আর প্রতিটি দেশের নির্বাহী বিভাগের নেওয়া নীতির ভিত্তিতেই কোটা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বিশ্বের কোনো দেশে কখনো এটা বিচার বিভাগের নির্দেশনার ভিত্তিতেই চলেনি।** সুতরাং অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম যদি সত্যিই মতামত দেন যে বিষয়টি নির্বাহী বিভাগের সিদ্ধান্তের ওপরই নির্ভর করছে, তাহলে আমরা তাতে বিস্ময়ের কিছু দেখি না।

তবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার বিদ্যমান কোটাব্যবস্থার সংস্কারে জেগে ওটা উত্তাল ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এর আগে এ বিষয়ে আদালতের দেওয়া রায়কে বাধা হিসাবে উল্লেখ করেছিল। বিভিন্ন মহল থেকে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয় যে **এই বিষয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালত যা বলেছেন, তা নিতান্তই 'পর্যবেক্ষণ'। আইনি মত হলো, পর্যবেক্ষণ ঐচ্ছিক, নির্বাহী বিভাগের প্রতি তা মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়। অবশ্য আমাদের অনুসন্ধানে এটা পরিষ্কার যে এ বিষয়ে রায় বা পর্যবেক্ষণ যা-ই থাকুক না কেন, তা কোটা সংস্কারে নির্বাহী বিভাগের এখতিয়ারকে সংকুচিত করে না। কোনভাবেই আদালতের অবস্থানকে কোন প্রতিবন্ধকতা বলা আগেও যেত না, এখনো যাবে না। অবিলম্বে এর একটা ফয়সালা না করা হলে সার্বিক বিচারে এটা নির্বাহী বিভাগের তরফে একধরনের পলায়নপরতা কিংবা কালক্ষেপণের একটি কৌশল হিসাবে দেখা হবে।**

অ্যার্টর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা। তিনি যে অভিমত দিয়েছেন, তার আলোকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব কমিটি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে অনুযায়ী মন্ত্রিসভাকেই পরিবর্তিত নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত কোনো প্রকারের রাখঢাক ছাড়াই ঘোষণা করতে হবে। **মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ট সন্তান। বাংলাদেশের আগে বিশ্বের বহু দেশ জাতির গর্বিত সন্তান ও তাদের পোষ্যদের জন্য যথাকরণীয় কী হতে পারে, তার সফল নজির স্থাপন করেছে। সুতারং বিষয়টি অনুসরণ করা বাংলাদেশের জন্য কঠিন নয়।**

আমরা বিশ্বাস করি, ক্ষমতাসীন দলের নীতিনির্ধারকেরা জানেন, দেশের স্বার্থে কোনটি সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার সংকেত তার নির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্বও সরকারের।

আমাদের মান্যবর রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান, সৎ ও নিষ্ঠাবান একজন মানুষ শুধু তাই নয় তিনি মানবদরদীও; আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিচক্ষণ, বুদ্ধিমতি এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারিনী একজন মা। জাতির এই ক্রান্তিকালে নিশ্চয় সঠিক ও সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে কোটা আন্দোলনকারীদের মায়ের স্নেহ দ্বারা আবৃষ্ট করবেন।

১৮ই আগষ্ট ২০১৮ সালে পরলোকগত জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান গত বছর ২০১৭ সালের ৮ই নভেম্বর নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনালের বৈশ্বিক সভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন "আজ বিশ্বের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ হলো তরুণ। এই তরুণদের একটা বড় অংশই শান্তি, টেকসই, উন্নত ও মানবতার জন্য নিবেদিত প্রান। আমার জীবনে বহু তরুণদল, ছাত্রসংগঠন, তরুণ নেতার মুখোমুখি বসেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাদের মেধা, জ্ঞান, একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ার যত ভাবনা, সব সময় আমাকে অবাক করেছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির কল্যাণে তোমাদের প্রজন্ম অনেক বেশী মুক্তমনা। তোমরা বিশ্ব নাগরিক, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন প্রজন্মের জন্যই একে অপরের সংগে যুক্ত থাকাটা এত সহজ ছিল না। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের প্রজন্ম যা অর্জন করতে পারেনি, তোমরা তা করে দেখাবে।

প্রয়াত মহাসচিব কফি আনানের সাথে তাল মিলিয়েই বলছি আমাদের তরুণ শক্তিকে দমন পীড়ন না করে উজ্জীবিত করতে হবে। ভবিষ্যতের কান্ডারী হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুরে বলতে হয় "আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে, তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে"। আশা করি আমাদের বিচক্ষণ রাষ্ট্র নায়কদের বাস্তব ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তেই প্রত্যাশিত সুপ্রভাত একদিন দেখা যাবে।

লেখক পরিচিতি
মীর নাজিম উদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও
ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

বিষয়বস্তু: বিভিন্ন পত্রিকা।